



## 70177 - মুসলমি স্বামী কর্তৃক অমুসলমি স্ত্রীকে তার ধর্মীয় উৎসব উদযাপনে বাধাদান

### প্রশ্ন

একজন মুসলমান তার ক্যাথলিক স্ত্রীকে নিজ ধর্মের ধর্মীয় উৎসব পালন করতে দিবে না কেন? সো নারী মুসলমানের সাথে ববাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে এবং নিজ বশ্বাসরে উপর অটুট আছে। সো কিতার বশ্বাসরে ভিত্তিতে উপাসনা করতে পারবে না?

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

আলহামদুললিলাহ (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য)। যদি কোন খ্রিস্টান ময়ে মুসলমান ছলেরে সাথে ববাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে রাজি হয় তার কয়কেটি বিষয় জানা থাকা উচিত:

১- স্ত্রী তার স্বামীর আনুগত্য করতে আদর্শিত, গুনাহর ক্ষতের ছাড়া অন্য সকল ক্ষতেরে। সো স্ত্রী মুসলমি হোক অথবা অমুসলমি হোক। যদি স্বামী গুনাহ নয় এমন কোন আদর্শে করে তাহলে তাকে সোটা মানতে হবে। আল্লাহ তাআলা পুরুষকে সো অধিকার দিচ্ছেনে। যহেতে স্বামী পরবিররে কর্তা ও দায়িত্বশীল। পারবিরকি জীবন যাপন সম্ভবপর হবে না যদি পরবিররে কটে একজনকে কর্তা মনে তার নর্দিশেমতো চলা না হয়। এর অর্থ এ নয় যে, স্বামী চৌকদির সজে, এ কর্তৃত্বকে ব্যবহার করে স্ত্রী বা সন্তানদরে কষ্ট দিবে। বরং তিনি তাদের কল্যাণরে চেষ্টা করবনে। উপদর্শে দিবে, পরামর্শ করবনে। তবে জীবনে চলতে গেলে কখনো কখনো চূড়ান্ত সদিধান্ত নতিে হয় এবং সোটা মনে যতে হয়। খ্রিস্টান ময়েকে কোন মুসলমানেরে সাথে ববাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার আগে এ মূলনীতিটি বুঝতে হবে।

২- ইসলাম খ্রিস্টান ও ইহুদী নারীকে বয়িে করা জায়যে করছে। এর মানে— সো নারী বয়িেরে পর তার ধর্মের উপর অটুট থাকতে পারবে। সুতরাং স্বামীর এ অধিকার নহে যে, স্বামী তাকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করবে কিংবা তার নিজস্ব উপাসনা পালনে বাধা দিবে। তবে স্বামী নিজ স্ত্রীকে ঘর থেকে বরে হতে না দেওয়ার অধিকার সংরক্ষণ করবে। এমনকি সোটা যদি গর্জাতো যাওয়ার জন্যে হয় সো ক্ষতেরেও। কারণ স্ত্রী স্বামীর আনুগত্য করার জন্য আদর্শিত। ঘররে মধ্যে গর্হতি কিছু করা থেকে স্ত্রীকে নবিত রাখার অধিকার স্বামীর থাকবে; যমেন- মূর্তি টিনাতে বাধা দয়ো, ঘণ্টা বাজাতে বাধা দয়ো। এর মধ্যে রয়েছে- বদিআতি উৎসবগুলো উদযাপন; যমেন- ইস্টার পালনে বাধা দয়ো। কারণ ইস্টার পালন ইসলামে দুইটি কারণে গর্হতি: এটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন একটি উপাসনা- যমেন ঈদে মলিাদুননী বা মা দবিস ভিত্তিহীন। অন্যদকি এর ভিত্তি



হচ্ছে- কিছু ভ্রান্ত বশ্বাস; যমেন- ঈসা (আঃ) কে হত্যা করা হয়েছে, শূলে চড়ানো হয়েছে, কবরে প্রবশে করানো হয়েছে; এরপর তিনি কবর থেকে উঠছেন। বাস্তব সত্য হচ্ছে- ঈসা (আঃ) নহিত হননি, তাঁকে শূলে চড়ানো হননি। বরঞ্চ তাঁকে জীবিত অবস্থায় আসমানে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। আরও জানতে 10277 ও 43148 নং প্রশ্নোত্তর দেখুন। স্বামীর এই অধিকার নই যে, খ্রিস্টান স্ত্রীকে তার এই বশ্বাস পরহিরে বাধ্য করবে। কিন্তু স্বামী গৃহহিতি কছির প্রচার করা ও জাহির করার বরোধিতা করতে পারে। তাই খ্রিস্টান স্ত্রীর তার ধর্মের উপর টকি থাকা ও স্বামীর গৃহে গৃহহিতি বশ্বাদিজাহির করা— এ দুটোর মধ্য পার্থক্য করতে হবে। এর উদাহরণ হচ্ছে— স্ত্রী যদি মুসলিম হয় এবং সে কোন একটা বিষয়কে ‘মুবাহ’ বা বই বশ্বাস করে; কিন্তু ঐ বিষয়কে স্বামী ‘হারাম’ হিসেবে বশ্বাস করে সে ক্ষেত্রে স্বামীর এই অধিকার থাকবে স্ত্রীকে ঐ বিষয় থেকে বাধা দিবে। যহেতু স্বামী হচ্ছে—পরবারের কর্তা। তাই স্বামী যটোকে গৃহহিতি বশ্বাস করবে সটোতে বাধা দিতে পারে। ৩- অধিকাংশ আলমেরে মতে, কাফরেরো ঈমান আনার পরতি যমেন আদষ্টি; তমেনি শরয়িতরে শাখা-বধিনগুলো মানতেও আদষ্টি। এর মানে—মুসলমানদেরে জন্য যা কিছু হারাম তাদেরে জন্যেও সসেব কিছু হারাম; যমেন- মদপান, শুররে গশেত ভক্ষণ, বদিআত চালুকরণ ও বদিআতী অনুষ্ঠান উদযাপন। স্বামীর কর্তব্য হচ্ছে- স্ত্রীকে এ ধরনেরে কিছু করা থেকে বাধা দয়ো। যহেতু- আল্লাহ তাআলা বলছেন: “হে ঈমানদারগণ, তোমরা নজিদেদেরে ও নজিদেদেরে পরবারবর্গকে আগুন থেকে বাঁচাও। যে আগুনেরে ইন্ধন হচ্ছে- মানুষ ও পাথর।”[সূরা আল-তাহরীম, আয়াত: ৬] এ বধিনেরে আওতার বাইরে থাকবে স্ত্রীর বশ্বাস ও তার ধর্মে অনুমোদিত উপাসনাসমূহ; যমেন খ্রিস্টানদেরে নামায ও তাদেরে ধর্মে অবশ্য পালনীয় রোজা; স্বামী স্ত্রীকে এসব পালন করা থেকে বারণ করতে পারবে না। মদপান, শুর খাওয়া, পাদ্রী ও পুরোহিতগণ কর্তৃক নবপ্রচলিত বধিন উৎসব পালন করা— তার ধর্মে তথা খ্রিস্টান ধর্মে নই।

ইবনুল কাইয়্যমে (রহঃ) বলেন: “স্বামী তার স্ত্রীকে গরুজা বা সনিাগগে যতে বাধা দয়োর অধিকার সংরক্ষণ করবনে।” যে ব্যক্তরি খ্রিস্টান স্ত্রী রয়েছে তার ব্যাপারে ইমাম আহমাদ সুস্পষ্টভাবে বলছেন: “খ্রিস্টানদেরে উৎসব বা গরুজাতে যাওয়ার অনুমতি দিবে না।” যে ব্যক্তরি খ্রিস্টান দাসী রয়েছে সে যদি খ্রিস্টানদেরে উৎসবে বা গরুজাতে কথিবা সমাবেশে যাওয়ার অনুমতি চায় তার ব্যাপারে তিনি বলেন: “তাকে অনুমতি দিবে না।” ইবনুল কাইয়্যমে বলেন: “এ অনুমতি না দয়োর কারণ হলো- কুফরেরে আহ্বায়ক ও কুফরেরে নদির্শনবহনকারী কোনে কিছুতে তাকে সহযোগিতা না করা।” তিনি আরও বলেন: “স্ত্রী তার ধর্মমতে যে রোজা রাখাকে আবশ্যকীয় বশ্বাস করনে স্বামী স্ত্রীকে সে রোজা রাখতে বাধা দিতে পারবে না; যদিও এর ফলে স্ত্রীর রোজা রাখাকালীন সময়ে স্বামী তার সাথে ঘনিষ্ঠ হওয়া থেকে বঞ্চিত হবে। স্ত্রীকে নামায পড়তেও বাধা দিতে পারবে না; যদিও স্ত্রী স্বামীর ঘরই পূর্বদিকে ফরিবে নামায আদায় করবে। যহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাজরানেরে খ্রিস্টান প্রতিনিধিদেরে মসজদি নববীতে তাদেরে কবিলার দিকে ফরিবে নামায আদায় করার সুযোগ করে দিয়েছেন।[আহকামু আহলুয যমিমাহ (২/৮১৯-৮২৩)]

মসজদি নববীতে নাজরানেরে খ্রিস্টান প্রতিনিধিরি নামায পড়ার বিষয়টি ইবনুল কাইয়্যমে তাঁর ‘যাদুল মাআদ’ গ্রন্থ (৩/৬২৯) এ উল্লেখ করেছেন। গ্রন্থটির মুহাক্ককি (পাঠোদ্ধারকারী) লখিছেন: “এ রওয়াজতেটির বর্ণনাকারীগণ ছিকাহ



(নরিভরযোগ্য); কন্তু সনদ মুনকাতা (বচ্ছিন্ন)। অর্থাৎ সনদ দূর্বল”। আরও দখুন্ 3320 নং প্রশ্ন। আল্লাহই ভাল জাননে।